কন্যাশিশু বার্তা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮
বিশেষ সংখ্যা

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

এ সংখ্যায় যা থাকছে.....

সম্পাদকীয়

নারীকে বিকশিত হতে দিন: আন্না মিন্জ

ফোরাম-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন

সম্মাননা স্মারক পেলেন দুই কৃতি নারী
- ড. মেহতাব খানম
- নাজমা আক্তার

দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন

সম্পাদক
নাছিমা আক্তার জলি

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

সম্পাদনা সহযোগী
সৈয়দা আহসানা জামান এ্যানী

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
সচিবালয়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্‌স, ২/২, ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১৪ ৬২৭১
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫
ওয়েব: www.girlchildforum.org
ফেসবুক: www.facebook.com/NGCAF

সম্পাদকীয়

‘বদলে দেবার সময় এখন, গ্রাম-শহরের নারীর জীবন’

৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীর অধিকার আদায়ের সূচনার দিবস। ১৮৫৭ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের বস্ত্রকলের নারী শ্রমিকেরা সম-বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে রাজপথে নেমে এসেছিল। সেদিন মালিক শ্রেণি অমানবিক নির্যাতন চালিয়েও তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারেনি। সেই দুঃসাহসী প্রতিবাদই আজ হয়ে উঠেছে নারী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস। পরবর্তীতে ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সাল থেকে ৮ মার্চ ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

‘বদলে দেবার সময় এখন, গ্রাম-শহরের নারীর জীবন’– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছর (২০১৮) আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। জাতিসংঘ থেকে নির্ধারিত প্রতিপাদ্য ছিল– ‘Time is Now: Rural and urban activists transforming women’s lives’।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গ্রহণ করা হয় নানা কর্মসূচি। ‘জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম’ রাজধানী-সহ সারাদেশে র‍্যালি, আলোচনা সভা, মানববন্ধন এবং সম্মাননা প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করে।

দিবসটি উপলক্ষে দেয়া এক বাণীতে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বলেন, ‘নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বে রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমান সরকার নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশ ও নীতি নির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। পিছিয়ে থাকা নারীরা আজ জাতীয় উন্নয়নের অংশীদার।’ দেশের টেকসই উন্নয়নে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সহযাত্রী হিসেবে কাজ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, ‘সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের সব কর্মকাণ্ডে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করেছেন। আওয়ামী লীগ সরকার গত ৯ বছরে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন, অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

‘জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম’ মনে করে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের নারীরা উন্নয়ন সাধন করলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অবস্থা আজও অনেকটা নাজুক; নারী-পুরুষের বৈষম্য আজও অনেক ব্যাপক। গ্রাম ও শহর–সকল ক্ষেত্রেই এ বৈষম্য বিদ্যমান এবং বাস্তব পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে গ্রাম ও শহরের নারীদের চাহিদা ও অগ্রাধিকারে রয়েছে ভিন্নতা। নারীর প্রতি বঞ্চনা-বৈষম্য-নির্যাতনের চিত্র আজও ভয়াবহ, যা এদেশের প্রতিটি মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষকে বিচলিত ও ক্ষুব্ধ করে।

নারীদের প্রতি এই নির্যাতন ও বৈষম্য আমরা মেনে নিতে পারি না। তাই বদলাতে হবে আমাদের সমাজ, বদলাতে হবে নারীর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। এই বদলানোর লড়াই যেমন শুরু হতে হবে পরিবার থেকে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রেরও রয়েছে অনেক বড় দায়িত্ব।

আমরা মনে করি, একটি ন্যূনতম সভ্য ও মানবিক সমাজ নির্মাণের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে নারীর জন্য সমতাপূর্ণ ও মুক্ত জীবন নিশ্চিত করা। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের সম্মিলিত সংগ্রামেই বদলে যাবে গ্রাম-শহরের নারীর জীবন।

আসুন, উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে আমরা অঙ্গীকার করি– সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবো, সম্পদ ও সম্পত্তিতে সম-অধিকার নিশ্চিত করবো, সকল ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও সম-মজুরি নিশ্চিত করবো, নারীদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতার সর্বোচ্চ বিকাশে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি এবং তাদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবো, নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবো এবং ‘কন্যাশিশু বোঝা নয়, বরং সম্পদ’–এ বোধ থেকে কন্যাশিশুর সকল সুযোগ ও অধিকার নিশ্চিত করবো।

নারীকে বিকশিত হতে দিন

আন্না মিন্‌জ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'নারী' কবিতায় লিখেছিলেন, 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।' কবিতাটি তিনি শেষ করেছিলেন এভাবে, 'সেদিন সুদূর নয়, যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!' কিন্তু সে 'সুদূর নয়' যে আসলে কত দূর, তা আজও আমাদের অজানা। আজও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, স্বীকৃতিবিহীন নারীর শ্রম, পারিবারিক সহিংসতা, অর্থ-সম্পত্তির ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণহীনতার বিষয়গুলো নারীর ক্ষমতায়িত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ক্রমাগত ব্যাহত করে চলেছে।

প্রতিবছর ৮ মার্চ বিশ্বজুড়ে পালন করা হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে উচ্চারিত হয় নারী-পুরুষ সমতা এবং নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য নিরসনের প্রত্যয়। দিবসটির সূত্রপাত হয় ১৮৫৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের একটি পোশাক কারখানার নারী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমঘণ্টা ১৬ থেকে কমিয়ে ৮ ঘণ্টা নির্ধারণ এবং কর্মপরিবেশ উন্নয়ন-সহ নানা দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের নানা জায়গায়। জাতিসংঘ প্রথমবারের মতো ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে। এরপর থেকে প্রতিবছরই দিনটি নানা আয়োজনে পালিত হয়ে আসছে।

প্রতিবছর বিভিন্ন প্রতিপাদ্য সামনে রেখে বিশ্বে নারী দিবস পালিত হয়। প্রতিপাদ্যগুলোর মূল কথা থাকে নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্য, শোষণ ও নিপীড়ন দূর করা। সেই সঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া হয় নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আর নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিতে। কিন্তু আজও আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারিনি। এখনো নারীর প্রতি বৈষম্য ও অন্যায়ের ভয়াবহ চিত্র নারীর অগ্রযাত্রাকে যেন মন্থর করে দিচ্ছে। আমাদের দেশে নারীর বিভিন্ন অর্জন একদিকে যেমন আমাদের আশাবাদী করছে, অন্যদিকে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনের নানা উদাহরণ এই অর্জনকে অনেকটাই ম্লান করে দিচ্ছে কিংবা করছে প্রশ্নবিদ্ধ।

উদাহরণ হিসেবে বাল্যবিবাহের উচ্চ হারের প্রসঙ্গ বারবার সামনে চলে আসে। আমাদের দেশে এ হার ৫২ শতাংশ, যা বিশ্বে চতুর্থ সর্বোচ্চ (ইউনিসেফ স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ড চিলড্রেন ২০১৬)। আছে সংসার জীবনে বিভিন্নভাবে নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হওয়ার উচ্চ হার। আমাদের দেশে ৭২ দশমিক ৬ শতাংশ বিবাহিত নারী স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক জরিপ ২০১৫)। ব্র্যাক-এর সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির অধীনে গত বছরের প্রথম ১০ মাসে দেশের ৫৬টি জেলায় তৃণমূল পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, বাংলাদেশে যত নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে, তার প্রায় ৭৭ শতাংশই হয় পারিবারিক পরিসরে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বামীরাই স্ত্রীদের ওপর নির্যাতন চালান। গৃহনির্যাতনের ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হয়, তা জাতীয় ব্যয়ের ১৩ শতাংশ (ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট উইমেন: কস্ট অব দ্য ন্যাশনস; ইউএসএইড, কেয়ার বাংলাদেশ ২০১৪)।

আমরা নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারিনি রাস্তায়, গণপরিবহনে, এমনকি উন্মুক্ত স্থানেও। গণপরিবহনে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটছে অহরহ। অ্যাকশন এইড-এর উদ্যোগে বিশ্বের ১০টি শহরের ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ৪৯ শতাংশ নারী গণপরিবহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন।

বাংলাদেশে এখনো নারীর পুনরুৎপাদনমূলক শ্রম স্বীকৃত নয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা তাঁদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সত্যিকার অর্থে নারীর কাজের আর্থিক মূল্যের স্বীকৃতির সঙ্গে নারীর মর্যাদা ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর অভাবে নারীর কাজ সমাজ ও পরিবারের কাছে মর্যাদাপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না। নারীর প্রতি সহিংস আচরণের ঘটনাগুলোয় আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার ব্যাপারেও নারী অধিকারকর্মীরা বারবার জোর দিয়ে আসছেন।

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পুরুষের অংশগ্রহণ। পুরুষের ইতিবাচক অংশগ্রহণ ছাড়া নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন যে সম্ভব নয়, এ উপলব্ধি আমাদের দেশে যেমন, তেমনি সারা বিশ্বে বিভিন্ন স্তরের মানুষ আরও গভীরভাবে অনুভব করছে। আর তাই পুরুষের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নেওয়া হচ্ছে নানা পদক্ষেপ। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক শিক্ষার এবং মূল্যবোধ চর্চার একটি ভূমিকা আছে, তা আমরা সবাই জানি। পরিবারই সব শিক্ষার সূতিকাগার। যে সন্তান পরিবারে নারীকে সম্মানিত হতে দেখে, সে সহজাতভাবেই নারীকে সম্মান করতে শেখে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারীরা যেভাবে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করছেন, তা আমাদের আশাবাদী করে, আমাদের প্রত্যয় জন্মায় যে সামনের দিনগুলোতে নারীরাই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি, বিশেষ করে রাষ্ট্র ও সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন অনেক উন্নত দেশের জন্যও ঈর্ষণীয়। নারীর ক্ষমতায়নের এই যুদ্ধে সরকারের পাশে সব সময়ই ছিল বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো। এসব সংগঠন নারীর অধিকার আদায় ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় শহরে-গ্রামে আজও সমানতালে কাজ করে চলেছে।

প্রতিবছর নারী দিবসে যেসব প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়, সেগুলো কেবল এক দিন পালনের বিষয় নয়। এসব প্রতিপাদ্যের প্রতিটি নিরন্তর চর্চার বিষয়, বিশেষ করে সমাজের সেই স্তরে যেখানে নারী আরও অবহেলিত, বঞ্চনার শিকার। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে নারী অধিকারের চিত্রটি বেশি মলিন, তাই সেখানেই নারী অধিকারের বার্তা আরও জোরের সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সংগঠন, ব্যক্তি খাতে সবাই নানাভাবে একযোগে কাজ করে চলেছে। গ্রামাঞ্চলের এই বাস্তবতা সামনে রেখে বাংলাদেশে এ বছর নারী দিবসের মূল ভাবনায় গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলেই নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব তুলে ধরার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।

নারী আপন আলোয় উদ্ভাসিত, অমিত সম্ভাবনার আঁধার। তিনি ধৈর্যশীল, মমতাময়ী, বুদ্ধিমতী, চৌকস, দুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী। এত গুণাবলির সমন্বয়ের সম্মুখে অসম্ভব বলে আর কিছু থাকে না। কিন্তু সেই গুণাবলির সার্থক বিকাশে চাই উপযুক্ত ক্ষেত্র আর ন্যূনতম সুযোগ। সেই ক্ষেত্রে আর সুযোগের উন্মেষ হতে পারে যদি পুরুষ আর নারী, প্রত্যেকে আমরা একটু একটু করে বিশ্বাস করতে শুরু করি নারীর বিকাশ মানে পুরুষেরও বিকাশ, পুরুষেরও কল্যাণ।

(নিবন্ধটি ০৮ মার্চ ২০১৮, *প্রথম আলো*-তে প্রকাশিত)

লেখক: আন্না মিন্‌জ, ব্র্যাক-এর সামাজিক ক্ষমতায়ন, সমন্বিত উন্নয়ন এবং জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচির পরিচালক।

সম্মাননা স্মারক পেলেন দুই কৃতি নারী

ড. মেহতাব খানম

ড. মেহতাব খানম, একজন অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ এবং স্বনামধন্য মনোবিজ্ঞানী। কর্মময় জীবনের বর্তমান পর্যায়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডুকেশনাল কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে *প্রথম আলোতে* নিয়মিত কলাম লেখেন ও পাঠকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং বিভিন্ন টেলিভিশনে আয়োজিত 'টক-শো'তে অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপির কাছ থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন ড. মেহতাব খানম

১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন মেহতাব খানম। তিনি এই বিভাগ থেকে ১৯৭৬ সালে স্নাতক সম্মান ও ১৯৭৮ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হিসেবে শুরু হয় ড. মেহতাব খানম-এর কর্মজীবন। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি ১৯৯৬-৯৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্ট কাউন্সেলর', ২০০১-০২ সাল পর্যন্ত 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র'-এ কনসালট্যান্ট কাউন্সেলর', ২০০৫-১০ সাল পর্যন্ত শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক টেলিভিশন অনুষ্ঠান 'সিসিমপুর'-এর জন্য গবেষণাকর্ম ও বিষয় বস্তুগত বিবেচনার ব্যাপারটি তত্ত্বাবধান করেন এবং ২০০১-০৫ সাল পর্যন্ত নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্ট কাউন্সেলর' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. মেহতাব খানম ট্রানজাকশনাল অ্যানালিসিস এবং নিউরো-লিঙ্গস্টিক প্রোগ্রামিং-এ প্রশিক্ষণ ও সনদপ্রাপ্ত। তিনি কাউন্সেলিং সাইকোলজি বা সাইকোথেরাপি বিষয়ে দেশে ও দেশের বাইরে নানাবিধ কোর্স এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

ড. খানম 'মন ও মানসিকতা', 'পরিবেশ পরিচয়-প্রথম ভাগ' এবং 'পরিবেশ পরিচয়-দ্বিতীয় ভাগ' এই তিনটি গ্রন্থের লেখক। এছাড়া তার বহু গবেষণাকর্ম ও নিবন্ধ দেশে-বিদেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ দিতে ভালবাসেন ড. মেহতাব খানম। তিনি ভালবাসেন বই পড়তে, ভ্রমণ করতে, গান শুনতে, রান্না করতে এবং মানুষের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে।

বাংলাদেশের স্বনামধন্য এই মনোবিজ্ঞানীর আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

নাজমা আক্তার

আমাদের জীবন চলা পথ কখনই মসৃণ নয়। আসে নানান ধরনের বাধা। কিন্তু সাহসী মানুষেরা তাদের মেধা, শ্রম ও দক্ষতা দিয়ে এসব বাধা অতিক্রম করে জীবনে বয়ে নিয়ে আসে সফলতা। এরকমই একজন সংগ্রামী ও সফল নারী নাজমা আক্তার।

চিত্র: কাজী রোজী এমপির কাছ থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন নাজমা আক্তার

খুব ছোটবেলায় বাবা জানু খা-কে হারান, বঞ্চিত হন পিতৃস্নেহ থেকে। তখন মা রিনা বেগমই নাজমা ও তার এক ভাইকে আগলে রাখেন। স্বামীহারা মা নেমে পড়েন জীবন সংগ্রামে। নাজমা তার মাকে দেখেছেন দুই রূপে – এক মাতৃরূপে, দুই জীবন সংগ্রামী হিসেবে। তাই মার কাছ থেকেই জীবন চলার পথের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন নাজমা।

নাজমা আক্তার ১৯৮৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর রাজধানীর ঢাকার মোহাম্মদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান বাপেক্সে সামান্য বেতনে চাকরি করতেন। বাবার মৃত্যুর পর কাপড়ের ব্যবসা করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন মা রিনা বেগম। লেখাপড়ার পাশাপাশি নাজমা আক্তার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এএসডি, সেভ দ্য চিলড্রেন ও ওয়ার্ল্ড ভিশন-এর বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত হন।

নাজমা আক্তার বেছে নিয়েছেন চ্যালেঞ্জিং পেশা। এএসডি-এর একটি কর্মসূচির মাধ্যমে ২০০০ সালে তিনি যোগ দেন একুশে টেলিভিশনে। ইটিভির 'মুক্তখবর' অনুষ্ঠানে প্রায় দুই বছর কাজ করার পর যোদ দেন এটিএন বাংলায়। কাজ শুরু করেন 'আমরা করবো জয়' অনুষ্ঠানে। বতর্মানে তিনি এখন 'এটিএন বাংলা'র অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে অনুষ্ঠান পরিচালনা ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করছেন।

নাজমা তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা। নাজমা লক্ষ করেন, বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির কন্যাশিশুদের খেলাধুলার সরঞ্জাম ভিন্ন রকম হয়। উক্ত অনুধাবন থেকে তিনি কন্যাশিশুদের তিন শ্রেণি ভাগ করে তাদের খেলাধুলা নিয়ে 'তোমার হাসিতে হাসুক পৃথিবী' নামে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেন। এই প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণের জন্য ইউনিসেফ কর্তৃক 'মিনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড'-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকারী হিসেবে সম্মাননা পুরস্কার অর্জন করেন।

এছাড়া কন্যাশিশুদের নিয়ে 'পুতুল কন্যা' নামে একটি প্রতিবেদন লেখার জন্য ২০১২ সালে এবং কন্যাশিশুদের সাফল্য নিয়ে 'প্রত্যয়ী মরিয়ম' নামে একটি প্রতিবেদন প্রচারের জন্য 'বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি' কর্তৃক পুরস্কারে ভূষিত হন নাজমা আক্তার।

নাজমা আক্তার ব্যক্তিগত জীবনে অবিবাহিত। কর্মজীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ২০১৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তার গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায়।

র‍্যালি, আলোচনা সভা, সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন

বাংলাদেশে অর্ধেকের চাইতে বেশি নারী গ্রামে বসবাস করেন, যারা শহুরে নারীদের তুলনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন। তাই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন তথা দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য শহুরে নারীর পাশাপাশি গ্রামীণ নারীদের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সময়ের দাবি। এমন প্রেক্ষাপটে 'বদলে দেবার সময় এখন, গ্রাম-শহরের নারীর জীবন'–এই স্লোগানকে সামনে রেখে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় উদ্‌যাপিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ০৯ মার্চ, ২০১৮ সকাল ৮.৩০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকা থেকে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী পর্যন্ত এক র‍্যালি এবং র‍্যালি শেষে সকাল ১০:০০টায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী-এর অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভা, সম্মাননা প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

র‍্যালির উদ্বোধন ঘোষণা করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মেহের আফরোজ চুমকি এমপি। ব্যানার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে ৩৬টি সংগঠন থেকে আগত প্রায় এক হাজার নারী-পুরুষ উক্ত র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কাজী রোজী এমপি। সূচনা বক্তব্য দেন জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি। অতিথি আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন ইউএসএইআইডি-ডিএফআইডি এনজিও হেলথ সার্ভিস ডেলিভারি প্রকল্পের সাবেক চিফ অব পার্টি ডা. হালিদা হানম আক্তার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নারীমৈত্রীর নির্বাহী পরিচালক ও জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সহ-সভাপতি জনাব শাহীন আক্তার ডলি।

আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব মেহের আফরোজ চুমকি এমপি বলেন, 'বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের স্রোতধারায়। নারীরাও এই উন্নয়নের অংশীদার।' তিনি বলেন, 'দেশে অর্ধেক জনগোষ্ঠী হলো নারী। আবার নারীদের মধ্যে অর্ধেক কন্যাশিশু। তাই কন্যাশিশুরা আমাদের সম্পদ। এই কন্যাশিশুরা অল্পবয়সে বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে আরেকজন শিশু কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে–আমরা এমন দৃশ্য দেখতে চাই না।'

অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা কন্যাশিশুদের নিয়ে স্বপ্ন দেখুন। তারা অবশ্যই আপনাদের সেই স্বপ্ন পূরণ করবে।' সরকার নারী ও কন্যাশিশুদের কল্যাণে যেসব পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে তার একটি বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার বেশি দেখালেও বিগত যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে বাল্যবিবাহের হার অনেক কম। কারণ বাল্যবিবাহে বন্ধে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কাজ করছে। আমাদের কিশোরীরা এখন আগের তুলনায় অনেক সচেতন।'

জনাব কাজী রোজী এমপি বলেন, 'শিশু শুধু শিশু নয়, তারা অনেক কিছু। কারণ আমাদের শিশুরাই আগামী দিনের নাগরিক, আমাদের কন্যাশিশুরাই আগামী দিনের নারী কিংবা মা। তাই শিশুরাই দেশের সম্পদ ও ভবিষ্যৎ।' তিনি বলেন, 'আমাদের নারীরা দেশের সব জায়গায় আছে। কিন্তু নারীদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। এজন্য নিজেকে যোগ্য ও দক্ষ করে তুলতে হবে। নারী ও কন্যাশিশুদের অনুবাধন করতে হবে– তুমি শক্তি, তুমিই বল, তুমিই কর্মফল।'

সূচনা বক্তব্যে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলিবলেন, 'আমরা যদি নারীর জীবন বদলে দিতে চাই, তাহলে কন্যাশিশুদের জীবন বদলে দিতে হবে। কারণ কন্যাশিশুর মধ্য দিয়েই একজন নারীর জীবনের যাত্রা শুরু হয়। তাই কন্যাশিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটাতে হবে।'

তিনি বলেন, 'আমাদের নারীরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অবস্থা আজও অনেকটা নাজুক; নারী-পুরুষের বৈষম্য আজও অনেক ব্যাপক। আমরা মনে করি, প্রত্যেক নারীর অধিকার আছে নিরাপদে ও মর্যাদার সাথে বসবাস করার।'

সভাপতির বক্তব্যে জনাব শাহীন আক্তার ডলি বলেন, 'আমাদের নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি করলেও তারা এখনো বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার। নারীদের প্রতি এই নির্যাতন আমরা মেনে নিতে পারি না।' নারী-পুরুষ সমান্তরালে এগুলেই সমাজ ও রাষ্ট্র এগিয়ে যায় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য অনুষ্ঠানে ড. মেহতাব খানম (চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাডুকেশনাল অ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং জনাব নাজমা আক্তার-কে (প্রযোজক, সোনালী দিন, এটিএন বাংলা) সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সম্মাননা স্মারক গ্রহণের পর দেয়া বক্তব্যে ড. মেহতাব খানম বলেন, 'আমরা মানুষের শরীর নিয়ে কথা বলি, কিন্তু অনেক সময় মনকে অবহেলা করি। অথচ মন ভাল না থাকলে শরীরও ভাল থাকে না।' তিনি শিশু-কিশোরদের মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন করে তোলার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আরও বেশি সচেতন হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

নাজমা আক্তার বলেন, 'আমার জন্ম হয় বস্তিতে। আমার বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে 'এসএসডি' আমাকে সহযোগিতা করেছে। আমার মাও আমার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, তিনি সবসময় আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আমি আজকে যে অবস্থানে এসেছি তা প্রথমে অনেকেই মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু আমি কখনোই হতাশ হইনি। কারণ আমি জানতাম, জীবনে চলার পথে বাধা আসবেই।'

অনুষ্ঠানের বিশেষ পর্যায়ে তৃণমূলের ২৪ নারীর সফলতার গল্প নিয়ে প্রকাশিত 'নারীর কথা-১৩' নামক একটি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষভাগে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন

বরিশাল অঞ্চল

বরিশাল শহর

'সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা, বদলে যাচ্ছে গ্রাম শহরের কর্মজীবনের ধারা'- এ স্লোগানকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ০৬ মার্চ ২০১৮ বরিশালে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। জেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর-এর এ কর্মসূচি পালিত হয়। নগরীর টাউন হলের সামনে সকাল ১১.০০টায় অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রশিদা বেগম। মানববন্ধনে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-সহ প্রায় ৪০টি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ করে। মানববন্ধনে অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মোহম্মদ হোসেন, মহিলা পরিষদের জেলার কমিটির সাধারণ সম্পাদক পুষ্পরাণী চক্রবর্তী, নারীনেত্রী প্রতিমা সরকার, উন্নয়ন সংগঠক আনোয়ার জহিদ, নারীনেত্রী নিগার সুলতানা হনুফা এবং নারী উদ্যাক্তা রেবেকা সুলতানা প্রমুখ।

বাবুগঞ্জ উপজেলা, বরিশাল

উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও মহিলা উন্নয়ন সংস্থা-এর সহযোগিতায় বাবুগঞ্জ

উপজেলা সদরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। এই উপলক্ষে আয়োজিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শেখ মো. টিপু সুলতান, বাবুগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সরদার খালেদ হোসেন স্বপন, উপজেলার পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রিফাত জাহান তাপসী. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজিত হালদার এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শামীমা ইয়াসমিন প্রমুখ। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন।

ঝালকাঠি শহর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ঝালকাঠি শহরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। ০৮ মার্চ ২০১৮, সকাল ১০.০০টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে অনুষ্ঠিত এ মানববন্ধনে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের

কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী-সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী চত্বরে নারী উন্নয়ন মেলা আয়োজন করা হয়। ফিতা কেটে এবং ফেস্টুন সম্বলিত বেলুন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক মো. হামিদুল হক। মেলায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-সহ ২৪টি প্রতিষ্ঠান স্টল বরাদ্দ নিয়ে নারী উন্নয়নে নিজেদের কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করে। বিকাল ৩.০০টায় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভার শেষ পর্যায়ে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। কর্মসূচির শেষভাগে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

কুমিল্লা অঞ্চল

কুমিল্লা শহর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ০৬ মার্চ ২০১৮ কুমিল্লা শহরে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদফতরের আয়োজনে এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণে নগরীর কান্দিরপাড়ে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. জাহাঙ্গীর আলম। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা-আইসিটি) মো. নজরুল ইসলাম খান, কুমিল্লা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাশেদা আক্তার এবং ব্লাস্ট কুমিল্লার সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট শামীমা জাহান প্রমুখ।

উত্তরদা ইউনিয়ন, লাকসাম উপজেলা, কুমিল্লা

০৮মার্চ ২০১৮ উত্তরদা ইউনিয়নের গণউদ্যোগ স্কুল অ্যান্ড কলেজে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ রঞ্জিত মৃধা দাস। সভায় বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ আলী মজুমদার, মাহবুবা আক্তার এবং বকুল রাণী নন্দী প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে বের হওয়া একটি র‍্যালি খিলা বাজার এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

আজগরা ইউনিয়ন, লাকসাম উপজেলা, কুমিল্লা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ১০ মার্চ ২০১৮ আজগরা ইউনিয়নের দৌলতপুর টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। দিবসের শুরুতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায়

বক্তব্য প্রদান করেন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ আহম্মদ সুজন, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সাইয়েদ আহমেদ সুজন, জ্যেষ্ঠ শিক্ষক হাসিনা বেগম এবং শিউলী আক্তার প্রমুখ। আলোচনা সভার পর একটি র‍্যালি বের করা হয়।

আদ্রা ইউনিয়ন, নাঙ্গলকোট উপজেলা, কুমিল্লা

১২ মার্চ ২০১৮ নাঙ্গলকোট উপজেলার আদ্রা ইউনিয়নের বেলঘর-গোসাই বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফখরুল ইসলাম মিলন। নারী দিবসের প্রতিপাদ্যের ওপর বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম, দীপিকা গোস্বামী এবং জাকির হোসেন প্রমুখ।

হেসাখাল ইউনিয়ন, নাঙ্গলকোট উপজেলা, কুমিল্লা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে হেসাখাল ইউনিয়নের দায়েমছাতি উচ্চ বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। দিবসের শুরুতে বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. কলিমুল্লাহ। সভায় বক্তব্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সহ-সভাপতি মো. জয়নুল আবেদিন, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক গিয়াস উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক আব্দুল লতিফ এবং আমির হোসেন প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

মৈশাতুয়া ইউনিয়ন, মনোহরগঞ্জউপজেলা, কুমিল্লা

মৈশাতুয়া ইউনিয়নের আশিরপাড় উচ্চ বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ০৮ মার্চ ২০১৮, সকাল ১০.০০টায় নারী দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য দেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহজাহান সিরাজ, সহকারী প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম মিয়াজী, সহকারী শিক্ষক মনিরুল ইসলাম, মৈশাতুয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. জসীম উদ্দিন প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের হয়।

ঝলম উত্তর ইউনিয়ন, মনোহরগঞ্জ উপজেলা, কুমিল্লা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ঝলম উত্তর ইউনিয়নের লাল চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝলম উত্তর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ইকবাল হোসেন। বক্তব্য রাখেন রাখেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী প্রধান শিক্ষক শাহরিয়ার কবির, জ্যেষ্ঠ শিক্ষক নুরুন্নবী চৌধুরী এবং বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ঝলম উত্তর ইউনিয়নের সভাপতি রাশেদা আক্তার প্রমুখ। আলোচনা সভার পর একটি র‍্যালি বের করা হয়।

চট্টগ্রাম অঞ্চল

চকরিয়া উপজেলা, কক্সবাজার

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ও ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার-এর আয়োজনে চকরিয়া উপজেলা সদরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে মিশকাতুল মিল্লাত মাদরাসার সামনে এক মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনের পর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' চকরিয়া উপজেলার কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব বশিরুল আলম। সভায় বক্তারা নারী-পুরুষের সমতার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর বিকশিত হওয়ার পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, নারীনেত্রী ও ইয়ুথ লিডার-সহ প্রায় ২০০জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন, চকরিয়া উপজেলা, কক্সবাজার

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর আয়োজনে র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে ঢেমুশিয়া ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ০৮ মার্চ ২০১৮, সকাল ১০.০০টায় স্থানীয় মোছার পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন নারীনেত্রী সায়েরা খানম মিনু। র‍্যালি শেষে ঢেমুশিয়া জিন্নাত আলী চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল আলম জিকু। দিবস পালনের এ কর্মসূচিতে প্রায় ২৫০ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

কোনাখালী ইউনিয়ন, চকরিয়া উপজেলা, কক্সবাজার

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে কোনাখালী ইউনিয়নে র‍্যালিও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ৮ মার্চ ২০১৮, সকাল ১১.৩০টায় করিমিয় উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে থেকে র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে স্থানীয় বাংলা বাজারে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন নারীনেত্রী হ্যাপী খানম ও হালিমা বেগম। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। উক্ত কর্মসূচিতে প্রায় ১০০ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

মাতারবাড়ি ইউনিয়ন, মহেশখালী উপজেলা, কক্সবাজার

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কও বেগম রোকেয়া নারী জাগরণ সমিতির উদ্যাগে ০৮মার্চ ২০১৮ মাতারবাড়ি ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই উপলক্ষে প্রায় এক হাজার নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন নারীনেত্রী মিসেস রোজী খান। র‍্যালি শেষে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ থেকে নারীর প্রতি সব ধরনের নির্যাতন বন্ধ করা এবং নারী-পুরুষের সমতার পরিবেশ তৈরির জন্য নারী ও কন্যাশিশুদের বিকশিত করে তোলার আহ্বান জানান।

ঢাকা অঞ্চল

গড়পাড়া ইউনিয়ন, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা, মানিকগঞ্জ

০৮ মার্চ ২০১৮, গড়পাড়া ইউনিয়নের গড়পাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাইদা আখতার, সহকারী শিক্ষক শেখ রমিজ উদ্দিন। এছাড়া স্থানীয় উজ্জীবক আবু হানিফ এবং ইয়ুথ লিডার মো. সাদিকুল ইসলাম অনুষ্ঠানে তাদের মতামত তুলে ধরেন। আলোচনা সভা শেষে প্রায় ২০০ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

দীঘি ইউনিয়ন, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা, মানিকগঞ্জ

দীঘি ইউনিয়নের ডাউটিয়া গড়পাড়া রহিমা হাফিজ উচ্চ বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। এই উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম। সভায় বক্তারা নারী-পুরুষ সম-অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন বন্ধ করা এবং নারীর বিকশিত হওয়ার পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আলোচনা সভা শেষে ৪২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণে বের হওয়া একটি র‍্যালি ইউনিয়নের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

ঝিনাইদহ অঞ্চল

গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর

উপজেলা প্রশাসন ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর যৌথ আয়োজনে মেহেরপুরের গাংনীতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে ০৮ মার্চ ২০১৮, সকাল থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে দিনব্যাপী নারী উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছা. নাসিমা খাতুন-এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি আব্দুর রশিদ, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মো. সিরাজুল ইসলাম, নারীনেত্রী নুরজাহান খানম এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর এলাকা সমন্বয়কারী মো. হেলাল উদ্দীন প্রমুখ।

রাইপুর ইউনিয়ন, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর

রাইপুর ইউনিয়নের হাড়িয়াদহ বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য দেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রহিদুল ইসলাম, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক রাইপুর ইউনিয়ন কমিটির সম্পাদক সুস্মিতা বিশ্বাস এবং উজ্জীবক সাহাজুল ইসলাম। আলোচনা শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বের হওয়া একটি র‍্যালি হাড়িয়াদহ বাজার প্রদক্ষিণ করে।

সাহারবাটি ইউনিয়ন, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে সাহারবাটি ইউনিয়নের এইচ এম এইচ ভি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল হালিম-সহ বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক বক্তব্য রাখেন।

তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর

তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের কল্যাণপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে প্রায় ৫০০ জন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রেজানুল হক, নারীনেত্রী রুনা লাইলা এবং বেনুয়ারা প্রমুখ।

ষোলটাকা ইউনিয়ন, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উপলক্ষে ষোলটাকা ইউনিয়নের আমতৈল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দিবসের শুরুতে প্রায় ৪০০ জন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মোকাদ্দেস আলী। বক্তব্য রাখেন মো. মোজাম্মেল হক, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম ষোলটাকা ইউনিয়ন কমিটির সহ-সভাপতি মো. আব্দুর রব, নারীনেত্রী জহুরা খাতুন এবং সুরাইয়া খাতুন প্রমুখ।

বামুন্দী ইউনিয়ন, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে বামুন্দী ইউনিয়নের বামুন্দী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক বামুন্দী ইউনিয়ন কমিটির সম্পাদক মোছা. মাহফুজা খাতুন-এর উপস্থাপনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক মো. রহিম আলী, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম বামুন্দী ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি মোছা. ররি খাতুন, ইয়ুথ লিডার মো. সাইদুর রহমান, শাহীন আলী এবং রাকিবুল ইসলাম প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে বের হওয়া একটি র‍্যালি বামুন্দী বাজার প্রদক্ষিণ করে।

ধানখোলা ইউনিয়ন, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর

ধানখোলা ইউনিয়নের চিৎলা বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। এই উপলক্ষে ০৮ মার্চ ২০১৮, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আলোচনা সভাঅনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য দেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফসার আলী এবং বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ধানখোলা ইউনিয়ন কমিটির সম্পাদক মোছা. সুমী খাতুন প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি র‍্যালি চিৎলা বাজার প্রদক্ষিণ করে।

কাথুলী ইউনিয়ন, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর

কাথুলী ইউনিয়নের ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আনোয়ার হোসেন-সহ কয়েকজন সহকারী শিক্ষক।

কাজিপুর ইউনিয়ন, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে কাজিপুর ইউনিয়নের কাজিপুর মাথাভাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. কেতাব আলী, নারীনেত্রী মোছা.

আরজুয়ারা বেগম এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মো. ইকবাল হোসেন প্রমুখ।

মটমুড়া ইউনিয়ন, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ পালন উপলক্ষে মটমুড়া ইউনিয়নের আদর্শ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসের শুরুতে বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিক মোছা. ফালগুনী আক্তার, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক মটমুড়া ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোছা. সুরভী খাতুন, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম মটমুড়া ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোছা. জামেনা খাতুন, ইয়ুথ লিডার মো. হাসানুজ্জামান, মুকুল আলী এবং জনি প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বের হওয়া একটি র‍্যালি বাওট বাজার প্রদক্ষিণ করে।

পাংশা উপজেলা, রাজবাড়ি

বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পাংশা উপজেলা সদরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে প্রায় ৩০০ জন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালির পর দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এম. এ নাহার। বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা বেগম এবং ইয়ুথ লিডার সাগর প্রমুখ।

মৃগী ইউনিয়ন, কালুখালী উপজেলা, রাজবাড়ি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে মৃগী ইউনিয়নের শিকজার নিয়ামত উচ্চ বিদ্যালয়ে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দিবসের শুরুতে প্রায় ৩০০ জন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হালিমা খাতুন। বক্তব্য রাখেন সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ আলী, আব্দুল করিম, সুভাষ চন্দ্র মন্ডল, আব্দুল মাজেদ, রেহেনা খাতুন এবং সুরাইয়া খাতুন প্রমুখ।

পাট্টা ইউনিয়ন, পাংশা উপজেলা, রাজবাড়ি

পাট্টা ইউনিয়নের জোনা পাট্টা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মোখলেছুর রহমান, মো. তাজউদ্দীন আহমেদ, মাওলানা মো. আব্দুল জলিল এবং নারীনেত্রী মোছা. কহিনূর আক্তার প্রমুখ। সভা শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন, আলমডাঙ্গা উপজেলা, চুয়াডাঙ্গা

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে ভাংবাড়িয়া দাখিল মাদরাসা প্রাঙ্গণ থেকে প্রায় ৪০০ জন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালি শেষে নারী দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত মাদরাসার সুপারইনটেন্ড মো. রুহুল আমিন। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক কমিটির সভাপতি মো. আবুল কাশেম, ফজলুল হক জোয়ার্দার, নারীনেত্রী আমেনা খাতুন, মাদরাসার শিক্ষক আব্দুর রোববান এবং ইয়ুথ লিডার ইস্তিয়াক আহম্মেদ প্রমুখ।

খুলনা অঞ্চল

খুলনা শহর

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর আয়োজনে ০৮ মার্চ ২০১৮, খুলনা শহরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে প্রায় ৩০০ জন নারী পুরুষের অংশগ্রহণে শহরের শহীদ হাদিস পার্ক থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর জেলা সভাপতি রেহেনা আফরোজা শোভা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন লাকী আক্তার। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা নার্গিস ফাতেমা জামিন, অ্যাডভোকেট শামীমা সুলতানা শিলু, রসু আক্তার, অ্যাডভোকেট মোমিন উদ্দিন এবং অ্যাডভোকেট অশোক কুমার সাহা প্রমুখ।

বটিয়াঘাটা উপজেলা, খুলনা

উপজেলা প্রশাসন ও জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর আয়োজনে বটিয়াঘাটা উপজেলা সদরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে উপজেলা পরিষদ চত্বরের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দেবাশীষ চৌধুরী। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান বুলু রাণী গাঙ্গুলী, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা অমিত রায় এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা চন্দনা রাণী প্রমুখ।

কালিগঞ্জ উপজেলা, সাতক্ষীরা

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে কালিগঞ্জ উপজেলা সদরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে র‍্যালিটি বের করা হয়। র‍্যালির পর উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ব্যক্তব্য রাখেন উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুম বিল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শারমীন আক্তার, লাইলা আন্‌জুমান, লাইলী পারভীন এবং আইনজীবী জাফরউল্লাহ প্রমুখ।

মৌতলা ইউনিয়ন, কালিগঞ্জ উপজেলা, সাতক্ষীরা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উপলক্ষে মৌতলা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মৌতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সাইদ মেহেদী। সভায় বক্তব্য দেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অশোক বাবু, সুপ্রিয়া মন্ডল, মুন্সী পলাশ হোসেন, মাহফুজা আক্তার এবং রিজিয়া সুলতানা প্রমুখ।

বাগেরহাট শহর

বাগেরহাট শহরের কাড়াপাড়া নারী উন্নয়ন গণকেন্দ্রে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ পালিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাড়াপাড়া নারী উন্নয়ন কেন্দ্র-এর সভানেত্রী দীপ্তি রাণী দাস। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য ও নারীনেত্রী শেফালী বেগম এবং আবেদা বেগম প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি কাড়াপাড়া নারী উন্নয়ন গণকেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে মির্জাপুর মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

ফকিরহাট উপজেলা, বাগেরহাট

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-সহ বিভিন্ন সংস্থার অংশগ্রহণে ফকিরহাট উপজেলায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোসা. শাহানাজ পারভীন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. ইখতেখারুল আলম, মহিলা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মোসা. সুমিতা ইয়াসমিন প্রমুখ।

বেতাগা ইউনিয়ন, ফকিরহাট উপজেলা, বাগেরহাট

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বেতাগা ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। এ উপলক্ষে ৮০ জন নারী ও ৬০ জন পুরুষের অংশগ্রহণে বেতাগা আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নারীনেত্রী মিনতি গোস্বামী। সভায় বক্তাগণ নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

পিলজংগ ইউনিয়ন, ফকিরহাট উপজেলা, বাগেরহাট

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে ০৮ মার্চ ২০১৮, পিলজংগ ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসের শুরুতে ৮৫ জন নারী ও ৭০ জন পুরুষের অংশগ্রহণে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বর থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খান শামীম জামান পলাশ। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, নারীনেত্রী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

চিলা ইউনিয়ন, মংলা উপজেলা, বাগেরহাট

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে চিলা ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে প্রায় ১০০ জন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউপি সদস্য নিউটন ডাকুয়া শান্ত। সভায় বক্তারা নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধ করা এবং নারীর বিকশিত হওয়ার পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বুড়িরডাঙ্গা ইউনিয়ন, মংলা উপজেলা, বাগেরহাট

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উপলক্ষে বুড়িরডাঙ্গা ইউনিয়নে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসের শুরুতে প্রায় ১০০ জন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন নারীনেত্রী মমতা সরদার। সভায় বক্তারা নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের যুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

খাওলিয়া ইউনিয়ন, মোড়েলগঞ্জ উপজেলা, বাগেরহাট

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ০৮ মার্চ ২০১৮, খাওলিয়া ইউনিয়নে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসের শুরুতে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিতে ইউনিয়নের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ৮০ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালির পর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য

দিয়ে বারইখালি ইউনিয়নেও পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

শরণখোলা উপজেলা, বাগেরহাট

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ০৮ মার্চ ২০১৮, শরণখোলা উপজেলা সদরে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯.০০টায় ৮০ জন পুরুষ ও ৯০ জন নারীর অংশগ্রহণে শরণখোলা প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে উপজেলা অডিটরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল হাই। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রাহিমা আক্তার হাসি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রায়েন্দা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানআসাদুজ্জামান মিলন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নূরুজ্জামান এবং বাগেরহাট পিসি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আব্দুস ছাত্তার প্রমুখ।

রাজশাহী অঞ্চল

নওগাঁ সদর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ০৮ মার্চ ২০১৮, নওগাঁ শহরের পিটিআই চত্বরের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন সুজন নওগাঁ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুন্নবী বেলাল। র‍্যালি শেষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মহিলা সংস্থা ও জেলা পরিষদের মহিলা সদস্য পারভীন আকতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক নওগাঁ জেলা কমিটির সভাপতি ডলি আজাদ, সদস্য লায়লা আরজুমান, আসমাউল হুসনা আরজু, সুষমা আক্তার সাথী এবং জান্নাতুল ফেরদৌস মুন্নি প্রমুখ।

পত্নীতলা উপজেলা, নওগাঁ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পত্নীতলা উপজেলা সদরে র‍্যালি, মানববন্ধন ও আলোচনার সভার আয়োজন করা হয়। ০৬ মার্চ বেলা ১১.০০টায় উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন প্রধান সড়কে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ০৮ মার্চ ২০১৮, র‍্যালি, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পত্নীতলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদা পারভীন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পত্নীতলা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আব্দুল হামিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে যথাক্রমে সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আব্দুল করিম, উপজেলা প্রকৌশলী তোফায়েল আহমেদ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা প্রকাশ কুমার সরকার, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সুলতান আহমেদ, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা কেএম সরওয়ার্দী এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাহমুদা সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। নারী উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলগুলোর মধ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

মহাদেবপুর উপজেলা, রাজশাহী

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম এবং ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার-এর আয়োজনে মহাদেবপুর উপজেলা সদরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। এই উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সোলাইমান হোসেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি ও মহাদেবপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. আক্কাস আলী। অন্যান্যের মধ্যে সভায় বক্তব্য রাখেন মহাদেবপুর প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবু-উল আলম, পিপিজি'র সমন্বয়ক হারুনুর রশিদ এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলম প্রমুখ।

চারঘাট উপজেলা, রাজশাহী

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ০৮ মার্চ ২০১৮, চারঘাট উপজেলায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসের শুরুতে চারঘাট উপজেলা চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি উপজেলা সদরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে পুনরায় চারঘাট উপজেলা চত্বরে এসে র‍্যালিটি শেষ হয়। র‍্যালি শেষে চারঘাট উপজেলা চত্বরে এক নারী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উপজেলা পরিষদের হলরুমে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চারঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশরাফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উপজেলা অ্যাডুকেশন সুপার ভাইজার মো. মহিদুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. জয়নাল আবেদীন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আবু জাফর প্রমুখ। সমাবেশ শেষে আমন্ত্রিত অতিথিরা নারী উন্নয়ন মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

রংপুর অঞ্চল

রংপুর শহর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ০৬ মার্চ ২০১৮, রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন চলাকালে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কাওসার পারভীন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রংপুরের জেলা প্রশাসক মো. এনামুল হাবিব। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম রংপুর জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ খন্দকার ফখরুল আনাম বেঞ্জু, আরডিআরএস-কর্মকর্তা বিলকিস আরা এবং ব্র্যাক-এর কর্মকর্তা খালিদ মোস্তাফিজ প্রমুখ।

এছাড়া ০৮ মার্চ ২০১৮, রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে র‍্যালি ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি রংপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে নগরীর প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে শহরস্থ রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে গিয়ে শেষ হয়। এছাড়াও আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে রংপুর টাউন হল মাঠে নারী উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী এ মেলায় সহস্রাধিক মানুষের অংশগ্রহণে মুখরিত হয়ে ওঠে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করে।

আলমবিদিতর ইউনিয়ন, গংগাচড়া উপজেলা, রংপুর

০৮ মার্চ ২০১৮, আলমবিদিতর ইউনিয়নের বড়াইবাড়ী মহাবিদ্যালয়ে ইয়ুথ ইউনিট ও নারীনেত্রীদের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ পালিত হয়। বিকাল ৩.০০টায় স্থানীয় নারীদের অংশগ্রহণে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নারী দিবসের প্রতিপাদ্য, নারীর অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নারীনেত্রী মোছা. নাজমুন্নাহার এবং মোছা. বেবী বেগম প্রমুখ। আলোচনা শেষে ৫০ জনের অধিক নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের হয়ে তা এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

নোহালী ইউনিয়ন, গংগাচড়া উপজেলা, রংপুর

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে নোহালী ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে নোহালী ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউপি সদস্য মোছা. সাহিদা নাহার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নারীনেত্রী মোছা. নাজমা বেগম, মোছা. সেলিনা জামান চৌধুরী এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী চন্দ্র শেখর রায় প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে স্থানীয় নারীনেত্রী, উজ্জীবক, ইয়ুথ, গণগবেষক ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

গজঘন্টা ইউনিয়ন, গংগাচড়া উপজেলা, রংপুর

গজঘণ্টা ইউনিয়নের রাজবল্লভ দাখিল মাদরাসায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। এই উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। দিবসের শুরুতে অনুষ্ঠিত র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন গজঘন্টা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোছা. ঝরনা বেগম এবং ইউপি সদস্য মো. মকসুদার রহমান। র‍্যালির পর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শেষ পর্যায়ে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মর্ণেয়া ইউনিয়ন, গংগাচড়া উপজেলা, রংপুর

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ০৮ মার্চ ২০১৮, মর্ণেয়া ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মর্ণেয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোছাদ্দেক আলী আজাদ এবং ইউপি সদস্য মো. সোহেল মিয়া প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোছাদ্দেক আলী আজাদ বলেন, 'জাতিকে এগিয়ে নিতে হলে নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদের বিকশিত করে তোলার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।' তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধে সবাইকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। আলোচনা সভার শেষ পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে শতাধিক নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

বড়বিল ইউনিয়ন, গংগাচড়া উপজেলা, রংপুর

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে বড়বিল ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। এই উপলক্ষে বাগপুর কাদেরিয়া দাখিল মাদরাসায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য সাজেদুল ইসলাম দুলু, সহকারী শিক্ষক মতিয়ার রহমান, নারীনেত্রী মোছা. আশরিফা বেগম, ইয়ুথ লিডার রানু মিয়া, মোমাইনুল ইসলাম এবং শামসুন্নাহার প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে প্রায় ২৫০ জন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে বের হওয়া একটি র‍্যালি এলাকার প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে।

কোলকোন্দ ইউনিয়ন, গংগাচড়া উপজেলা, রংপুর

কোলকোন্দ ইউনিয়নের এম.এ.এম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরপর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সহকারী শিক্ষক নাজির হোসেন ফারুক, নারীনেত্রী মোছা. আঞ্জুমান আরা মিনি, বদিউল ইসলাম উজ্জ্বল, ইয়ুথ লিডার সাহেদুর রহমান, সেলিনা জামান এবং রায়হান কবীর প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে ১২০ জন নারী ও ১৫০ জন পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

বেতগাড়ী ইউনিয়ন, গংগাচড়া উপজেলা, রংপুর

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে ০৮ মার্চ ২০১৮, বেতগাড়ী ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই উপলক্ষে

স্থানীয় নারীনেত্রী, উজ্জীবক, ইউপি সদস্য, ইয়ুথ এডিং হাঙ্গার ও বেতগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউপি সচিব মো. আতিয়ার রহমান। সভায় উপস্থিত ছিলেন বেতগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ফখরুল বারী, ইউপি সদস্য মো. আনারুল হক, গজেন্দ্রনাথ, নারীনেত্রী মো. নাজমুন্নাহার এবং নাজমা প্রমুখ।

খলেয়া ইউনিয়ন, রংপুর সদর উপজেলা, রংপুর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ০৮ মার্চ ২০১৮, খলেয়া ইউনিয়নে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দিবসের শুরুতে খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে গঞ্জীপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য দেন গঞ্জীপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক মো. রোকনুজ্জামান, ইউপি সদস্য নাজমা বেগম, সহকারী প্রধান শিক্ষক সুধীর চন্দ্র মোহন্ত প্রমুখ।

চতরা ইউনিয়ন, পীরগঞ্জ উপজেলা, রংপুর

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে চতরা ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপিত হয়। দিবসের শুরুতে ইকলিমপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে থেকে শতাধিক নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ইকলিমপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মমিনুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক মো. রাশেদুন্নবী, ইউপি সদস্য মো. আমিনুল ইসলাম এবং নারীনেত্রী মোছা. আকলিমা বেগম প্রমুখ।

কাবিলপুর ইউনিয়ন, পীরগঞ্জ উপজেলা, রংপুর

র‍্যালি, আলোচনা সভা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কাবিলপুর ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে লালদীঘি গার্লস একাডেমির সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি লালদিঘী বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ধাপেরহাট মোড় হয়ে পুনরায় লালদিঘী গার্লস একাডেমীতে এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন লালদিঘী গার্লস একাডেমীর প্রধান শিক্ষক আবু ইমাম মোহাম্মদ রাশেদুন্নবী তালুকদার, উজ্জীবক মো. মনিরুজ্জামান, ইউপি সদস্য মো. জিয়াউর রহমান এবং বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের নারীনেত্রী মোছা. সেতারা বেগম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষভাগে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বালাপাড়া ইউনিয়ন, ডিমলা উপজেলা, নীলফামারী

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বালাপাড়া ইউনিয়নে বর্ণাঢ্য র‍্যালিও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দিবসের শুরুতে বালাপাড়া নিউ মডেল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম। সভায় বক্তব্য দেন নারীনেত্রী মোছা. জাহানারা বেগম, কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম বালাপাড়া ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক শাহানাজ পারভীন এবং বালাপাড়া নিউ মডেল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রোকনুজ্জামান প্রমুখ।

খালিশাচাপানী ইউনিয়ন, ডিমলা উপজেলা, নীলফামারী

র‍্যালিও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে খালিশাচাপানী ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসের শুরুতে ডালিয়া শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী সুখময় রায়। সভায় বক্তব্য দেন নারীনেত্রী মোছা. শাহিদা বেগম, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম খালিশাচাপানী ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক খাদিজা বেগম এবং সহকারী শিক্ষক মোছা. মনছুরা বেগম। সভাটি পরিচালনা করেন ইয়ুথ লিডার নুরুজ্জামান।

সিলেট অঞ্চল

সুনামগঞ্জ শহর

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং জেলায় কর্মরত সকল এনজিও ও জেলা সদরে অবস্থিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ০৮ মার্চ ২০১৮ সুনামগঞ্জ শহরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। সকাল ১০.০০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালির উদ্বোধন ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক মো. সাবিরুল ইসলাম। র‍্যালি শেষে জেলা বিডি হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া নারী দিবস উপলক্ষে মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা নারীদের উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে।

ছাতক উপজেলা, সুনামগঞ্জ

উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর যৌথ আয়োজনে ০৮ মার্চ ২০১৮ ছাতক উপজেলা সদরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। সকাল ১০.০০টায় ছাতক উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি উপজেলার মোহসিন ফিল্ড হয়ে উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে উপজেলা পরিষদ সভা

কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাছির উল্লাহ খান। সভায় বক্তব্য দেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অলিউর রহমান চৌধুরী বকুল, উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম-এর সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নাছিমা আক্তার খান ছানা এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাছলিমা আক্তার লিমা প্রমুখ। নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে মেলারও আয়োজন করা হয়।

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা, সুনামগঞ্জ

০৮ মার্চ ২০১৮, উপজেলায় উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর যৌথ আয়োজনে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা সদরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সকাল ১০.০০টায় উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালির পর উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হারুন-অর-রশীদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম, উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম সভাপতি ও উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান রুবিনা আক্তার, 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর উপজেলা কমিটির সভাপতি রাধিকা রঞ্জন দাস এবং সাধারণ সম্পাদক মো. আবু সায়িদ। নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে মেলারও আয়োজন করা হয়।

জামালগঞ্জ উপজেলা, সুনামগঞ্জ

র‍্যালি, আলোচনা সভা ও মেলার মধ্য দিয়ে জামালগঞ্জ উপজেলায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। সকাল ১০.০০টায় উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্বপন কুমার সাহা। আলোচনায় অংশ নেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শামীম আল ইমরান, উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হাফিজা আক্তার দিপু, মহিলা পরিষদের উপজেলা সভাপতি শেখ আয়শা বেগম, উপজেলা প্রকৌশলী শিপলু কর্মকার, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মেকাউল আলম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মাহবুবুল কবির, উপজেলা সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর সভাপতি মেছবাহ উদ্দিন এবং জামালগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ প্রমুখ। নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে মেলারও আয়োজন করা হয়।

দিরাই উপজেলা, সুনামগঞ্জ

মানববন্ধন, র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে ০৮ মার্চ ২০১৮ দিরাই উপজেলায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সকাল ১০.০০টায় উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে মানববন্ধন এবং মানববন্ধনের একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মঈন উদ্দিন ইকবাল। আলোচনায় অংশ নেন উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ছবি চৌধুরী।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা, মৌলভীবাজার

র‍্যালি ও মানববন্ধনের মধ্য দিয়ে শ্রীমঙ্গল উপজেলা সদরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে বেলুন উড়িয়ে মানববন্ধন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোবাশ্বির আলম। মানববন্ধনের পর একটি র‍্যালি বের করা হয়। মানববন্ধন ও র‍্যালিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোবাশ্বির আলম, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হেলেনা চৌধুরী-সহ উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী নারী উন্নয়ন মেলার মধ্য দিয়ে শেষ হয় দিবস পালনের কার্যক্রম।

হবিগঞ্জ শহর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উপলক্ষে উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় হবিগঞ্জ শহরে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সকালে বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠান ও র‍্যালির উদ্বোধন করেন হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক মাহমুদুল কবির মুরাদ। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন জেলা পুলিশ সুপার রবিউল ইসলাম, হবিগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফেরদৌস আরা কবির এবং উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি সামসুন্নাহার বেগম। র‍্যালিটি শহরের বৃন্দাবন কলেজ ও শিল্পকলা একাডেমি চত্বর প্রদক্ষিণ করে।

কালিকচ্ছ ইউনিয়ন, সরাইল উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে কালিকচ্ছ ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসের শুরুতে বেলুন উড়িয়ে র‍্যালির উদ্বোধন করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক ও লেখক আবুল কাশেম তালুকদার। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন এম.এ বাসার আইডিয়াল ইন্সটিটিউটের সুপারিন্টেনডেন্ট মো. কায়কোবাদ, শিক্ষক মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন, শিক্ষিকা খায়রুন্নাহার, নারীনেত্রী সাজেদা এবং নাজমা বেগম প্রমুখ। র‍্যালি শেষে নাজমা বেগমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা শেষে উপস্থিত সবাই গ্রামীণ নানা ধরনের খেলায় মেতে উঠেন। দিনশেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ময়মনসিংহ অঞ্চল

ময়মনসিংহ শহর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ০৮ মার্চ ২০১৮, ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে টাউন হলের সামনে এসে শেষ

হয়। র‍্যালির পর টাউন হল অডিটরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. মহসিন মিয়া। মুক্ত আলোচনায় আলোচনায় অংশ নেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা-সহ জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকর্তা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ২ হাজার ৪০০ জন নারী-পুরুষ নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার করেন।

নেত্রকোনা শহর

০৮ মার্চ ২০১৮ নেত্রকোনা জেলা শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসের শুরুতে আয়োজিত মানববন্ধনে ৯০০ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। এরপর জেলা শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ হতে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ফেরদৌসী বেগম। আলোচনা অংশগ্রহণ করেন 'স্বাবলম্বী উন্নয়ন সংস্থা'-এর নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া বেগম, 'নারী প্রগতি'-এর শামছুল আলম।

আটপাড়া উপজেলা, নেত্রকোনা

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে আটপাড়া উপজেলা সদরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসের শুরুতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর উপজেলা অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদা আক্তার। সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শারমিন সিদ্দিকা। বক্তব্য রাখেন নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য আ. হালিম খান, সাংবাদিক হীরা এবং স্থানীয় কয়েক রাজনৈতিক ব্যক্তি।

ভূঞাপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উপলক্ষে ০৮ মার্চ ২০১৮, ভূঞাপুর উপজেলা সদরে এক মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। উপজেলা পরিষদ চত্বরে আয়োজিত উক্ত মানববন্ধনে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঝোটন চন্দ, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শাহিনুল ইসলাম তরফদার-সহ উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মানববন্ধনটি আয়োজন করে জাতীয় কন্যাশিশু ফোরাম ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক।

ফলদা ইউনিয়ন, ভূঞাপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শরিফুন নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ইয়ুথ ইউনিটের উদ্যোগে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। কন্যাশিশুদের প্রতি যৌন হয়রানি বন্ধ করার দাবিতে আয়োজিত উক্ত মানববন্ধনে বিদ্যালয়ের তিন শতাধিক শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলাকাবাসী অংশগ্রহণ করেন। মানববন্ধনের পর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূঞাপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ঝোটন চন্দ। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন শরিফুন নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্তোষ দত্ত।

গোপালপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম এবং বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে গোপালপুর উপজেলা সদরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। দিবসের শুরুতে শাখারিয়াউচ্চ বিদ্যালয় চত্বর থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় বিদ্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর জেলা সভাপতি আনজু আনোয়ারা পারভীন, 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক' গোপালপুর উপজেলা কমিটির সম্পাদক মাহবুব রেজা সরকার এবং ফজিলা বেগম প্রমুখ।

কিশোরগঞ্জ শহর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কিশোরগঞ্জ শহরে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। ৮ মার্চ সকাল ১০.০০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে র‍্যালির উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরফদার আক্তার জামিল। এসময় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মামুন-অর-রশিদ-সহ জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। র‍্যালি শেষে মানববন্ধন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

তাড়াইল উপজেলা, কিশোরগঞ্জ

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম ও সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক তাড়াইল উপজেলা কমিটির উদ্যোগে তাড়াইল উপজেলা সদরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই উপলক্ষে উপজেলা পরিষদের সামনে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। প্রায় এক ঘণ্টা অবস্থানের পর একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে পুনরায় উপজেলা পরিষদের সামনে এসে শেষ হয়। মানববন্ধনের পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লৎফুন নাহার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা দিনার জাদী এবং সাংবাদিক রবীন্দ্র সরকার প্রমুখ।

করিমগঞ্জ উপজেলা, কিশোরগঞ্জ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে করিমগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক এবং জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর উদ্যোগে করিমগঞ্জ উপজেলা সদরে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সকাল ১০.০০টায় উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে র‍্যালির উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমীন সুলতানা। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আমানুল্লাহ দর্জি, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শারমীন সুলতানা সুমী, উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক ইকবাল হোসেনএবং জাতীয় পার্টির উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব মতিউর রহমান প্রমুখ। র‍্যালি শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমীন সুলতানার সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নিকলী উপজেলা, কিশোরগঞ্জ

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে নিকলী উপজেলা সদরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮। ০৮ মার্চ ২০১৮, সকাল ১০.০০টায় উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির উদ্বোধন করেন নিকলী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কারার সাইফুল ইসলাম। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াহ্‌হিয়া খান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শামসুন্নাহার তাসমিন এবং সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক নিকলী উপজেলা কমিটির সভাপতি জসীমউদ্দীন প্রমুখ। র‍্যালি শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াহ্‌হিয়া খান-এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।